এইচ, পি, প্রোডাকসন্সের
পুরীর
মন্দির

এইচ্ পি প্রোডাকসন্সের প্রথম নিবেদন

অশ্বিনী কুমার ঘোষের নাটক অবলম্বনে

পুরীর মন্দির

পরিচালনা—মণি ঘোষ। সঙ্গীত—কালিপদ সেন। সম্পাদনা—অর্দ্ধেন্দু চাটার্জি, রবীন সেন। তত্ত্বাবধান—দিলীপ মুখার্জি। সংলাপ—বিজয় গুপ্ত। গীতিকার—গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার। শিল্প নির্দেশ—কাত্তিক বসু। চিত্র-নাট্য—মণি বর্মা। আলোকচিত্র—কানাই দে। শব্দ গ্রহণ—সুনীল ঘোষ। প্রধান কর্মসচিব—সুখেন চক্রবর্ত্তী। পটশিল্পি—রামচন্দ্র সিদ্ধে। প্রচার—ধীরেন মল্লিক। পরিচয় লিপন—শ্যামল ভট্টাচার্য্য। নৃত্য-পরিচালনা—বিনয় ঘোষ। রূপসজ্জা—গৌর দাস। স্টিল ফটো—ক্যাপস্। আলোক সম্পাত—জগন্নাথ, রাম, নব। আবহসঙ্গীত—সুশ্রী অর্কেষ্ট্রা।

প্রযোজনা—**ভূপেন সরকার**

সহকারীবৃন্দঃ পরিচালনা—সত্য রায়, শঙ্কর চক্রবর্ত্তী। সঙ্গীত—বিভূতি ভূষণ, শৈলেশ রায়। শব্দ গ্রহণ—বলরামবারুই। আলোক চিত্র—মধু ভট্টাচার্য্য, এম এ সি, শক্তি ব্যানার্জি, এম এ সি। ব্যবস্থাপনা—নিতাই সরকার। রূপসজ্জা—বিভূতি দাস, সরোজ, মুন্সি। শিল্প নির্দেশ—অনিল পাইন। সম্পাদনা—দেবীদাস চক্রবর্ত্তী।

রূপায়ণে: **অসীমকুমার ঃ বাসবী নন্দী**

গুরুদাস, মাঃ বিল্টু, কমল মিত্র, দীপ্তি রায়, জহর গাঙ্গুলী, নীতিশ মুখার্জি, অমর মল্লিক, জহর রায়, মিতা চাটার্জি, রাণী গাঙ্গুলী, শ্যামলী চক্রবর্ত্তী, শ্যাম লাহা, নবদ্বীপ, ছিজু ভাণ্ডয়াল, বীরাজ দাস, রবীন ব্যানার্জি, সুশীলকুমার, নন্দিতা ঘোষ, নির্মল, ননীগোপাল, সত্যেন, গৌরী, স্বপ্না এবং আরো অনেকে—

কণ্ঠ-সঙ্গীতঃ ধনঞ্জয়, সতীনাথ, সন্ধ্যা, গায়ত্রী ও ইলা

রাধা ফিল্মস্ ষ্টুডিওতে **আর সি এ** শব্দযন্ত্রে গৃহীত

ফিল্ম সার্ভিসেস্ ল্যাবরেটরীতে **বিজন রায়ের** তত্ত্বাবধানে পরিস্ফুটিত

উদয়ন রিলিজ

পুরীর মন্দির

(গল্পাংশ)

অবন্তীর রাজা আদেশ দিলেন, রত্ন সেনকে কারাগারে রুদ্ধ কোরে রাখ। রত্ন সেনের অপরাধ সে রাণীর প্রসাধনের জন্য অগুরু-চন্দন দিতে স্বীকৃত হয় নি। এই অগুরু-চন্দন সে তৈরী করে নীলাচল পতি নীলমাধবের জন্য। কে এই নীলমাধব? রাজা সেনাপতি বিদ্যাপতিকে তথ্য সংগ্রহের জন্য প্রেরণ-করলেন। অনুচর সমভিব্যাহারে বিদ্যাপতি যখন নীলাচলের সীমান্তে পৌছুলেন তখন রাত্রি সমাগত। পর দিন অতি প্রত্যূষে ঘুমন্ত সহচরদের না জাগিয়ে বিদ্যাপতি আহার্য্য সংগ্রহের চেষ্টায় বেরুলেন। কিছুদূর যাবার পর হঠাৎ নারীকণ্ঠের আর্ত্তস্বর তাঁর কানে ভেসে এলো: কে আছ রাজকন্যাকে বাঁচাও। স্বর অনুসরণ করে সমুদ্রতীরে পৌছে বিদ্যাপতি দেখলেন, নিমজ্জমানা রাজকন্যা। উত্তাল সমুদ্রের সঙ্গে যুদ্ধ করে রাজকন্যাকে তীরে এনে তিনি নিজে মূর্চ্ছিত হয়ে পড়লেন।

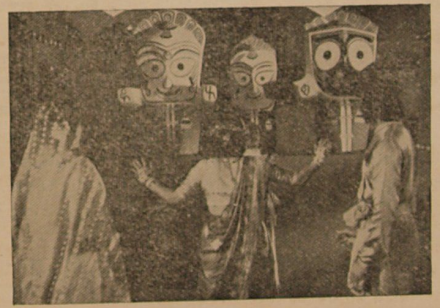

রত্ন সেনকে কারারুদ্ধ করার কয়েকদিন পরে প্রসাধন পেটিকার ভেতর থেকে এক বিষধর সাপ রাণীকে দংশন করল। স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ বালক বেশে ওঝা হয়ে এলেন। রাণী বিষমুক্ত হলেন কিন্তু সারা অংগ নীলবর্ণ ধারণ করল। যাবার সময় ওঝা বলে গেল, নীলমাধবকে তুষ্ট করুন মহারাজ। জানবেন, ভক্তও যে, ভগবানও সে। একদিন রাত্রে রাণী কারাগারে প্রবেশ করে রত্ন সেনের কাছে আক্ষেপ করতে লাগলেন। ভক্ত রত্ন সেন নাম গান কোরে রাণীকে আগেকার বর্ণে রূপান্তরিত করলেন। শুনে রাজা রত্ন সেনকে মুক্তি দিলেন ও বন্ধুভাবে আলিংগণ করলেন! কথা প্রসংগে রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন

জানতে পারলেন যে, নীলমাধব আর কেউ নন, নীলাচলে বিগ্রহমূর্ত্তি। অধীর হয়ে উঠলেন রাজা এই নীলমাধবের জন্য।

যাকে নিমজ্জমান বিপদ থেকে বিদ্যাপতি উদ্ধার করেছিল সে শবর রাজ বিশ্বাবসুর একমাত্র কন্যা ললিতা। কন্যার জীবনরক্ষা করলেও বিদ্যাপতিকে বিচারের সম্মুখীন হতে হল। রাজা বিশ্বাবসু বললেন, যুবক তুমি আমার কন্যার অংগ স্পর্শ করেছ। সুতরাং, তোমাকেই ললিতার পাণিগ্রহণ করতে হবে। যদি অস্বীকার কর তো শাস্তি প্রাণদণ্ড। অনেক ভেবে শেষ পর্য্যন্ত বিদ্যাপতি পাণিগ্রহণে সম্মত হোল।

বিবাহের পর বিদ্যাপতি একদিন অপেক্ষমান অনুচরদের সংবাদ দেবার জন্য সেই বৃক্ষের তলদেশে এসে উপস্থিত হল। অনুচরদের অনুসন্ধানে এসে অকস্মাৎ বিদ্যাপতির সংগে রাজা ইন্দ্রদ্যুম্নর দেখা হোল। মহারাজ বললেন, নীলমাধবকে আমার চাই-ই বিদ্যাপতি, সেই জন্যে আমি এতদূর ছুটে এসেছি। নীলমাধব মানুষ নয়, বিগ্রহ। এ কথা বিদ্যাপতিও জানে। কিন্তু, বিনা আংটিতে নীলমাধবের মন্দিরে তো প্রবেশ সম্ভব নয়। সে আংটি একমাত্র রাজ কন্যার হাতেই আছে। অগত্যা রাজাকে অপেক্ষা করতে বলে বিদ্যাপতি শবর রাজ প্রাসাদে ফিরে গেল। কৌশলে ললিতার কাছ থেকে আংটি সংগ্রহ কোরে নীলমাধবকে চুরি কোরে এনে রাজার হাতে প্রদান করল। বিদ্যাপতি রাজ প্রসাদে ফিরে এলো স্বীকার করল অপরাধ। নীলমাধব হারা ভক্ত বিশ্বাবসু ছুটলেন পাগলের মত: কোথায় নীলমাধব? কোথায় আমার নীলমাধব?

কে নীলমাধব? পুরীর মন্দিরের সৃষ্টিরহস্য কি? কে ভগবান শ্রীশ্রীজগন্নাথদেব? সামনের রূপালী পর্দায় এই পবিত্র রহস্যের সন্ধান পাবেন।

---

(১)

পতিত পাবন তুমি
সবাই যে তাই বলে,
হে চিরশ্যামল, শরণ মাগি
তোমারই চরণ তলে।
পতিত পাবন বলে॥
হে কৃপাসিন্ধু হে দীনবন্ধু
নরনারায়ণ তুমি হে,
অপরূপ কিবা তব রূপবিভা
(যেন) শাঙন জলদ জলে।
(হে) রাজার রাজা তুমি যে প্রভু
চির কাঙালের সাজে গো,
ধ্বনিতে যে তার অমৃত ঝরায়ে—
মুরলি তোমার বাজে গো।
হে শ্যামকান্তি তুমি যে শান্তি—
জগৎতারণ তুমি হে,
জীবনের মুখে শত শোকে দুখে—
প্রভু তোমারি লীলা যে চলে॥

(২)

কপালে যার যেমন লিখন—
সেই তো তোরে মান্‌তে হবে।
কি পেলি আর কি হারালি—
ভেবে কেন কাঁদিস্ তবে।
তোর এই যে ব্যথা এই আঁখিজল,
এ যে ওরে কর্ম্মেরই ফল—
কেন ভাবিস্ জীবনটা তোর—
চিরটা কাল সুখেই রবে?
নারায়ণের চরণে মন—
ভক্তি ভরে কর নিবেদন,
তবেই তো তুই বুঝ্‌বি ওরে—
দুঃখ কিছু নাই এ ভবে॥

(৩)

ছিঃ ছিঃ ছিঃ লাজে মরি,
জানি না কি যে করি
আঁখি বলে কোথায় তারে পাই।
দূরে থাকা সহে না যে—
কাঁটা হয়ে বুকে বাজে,
মন বলে সে তো কাছে নাই॥
আঁখি বলে এই যে নেশা—
মায়াবীর ছল মেশা,
মন বলে তবু তারে চাই।
এইতো প্রেমের জ্বালা,
ব্যথা দিয়ে ঝরায় মালা—
কাঁদাতে সে দূরে থাকে তাই।
মন বলে ওরে আঁখি—
সহে না তোর এ ফাঁকি,
নিয়ে চল তার কাছে যাই॥

(৪)

উলু দে দেরে উলু
এই না মিলন সাঁঝে,
কেটে ধিন্ ধিনতা ধিতাং
সুরে ঐ মাদল যে আজ বাজে—
সাথে তার বাঁশি যে আজ বাজে।
ওরে বৌ শোন্ তবে শোন্—
যারে তুই দিলিরে মন,
পেয়ে তারে মরিস্ কেন লাজে।
তোলরে ভীরু আঁখি—
কাছে তারে নেরে ডাকি,
দূরে থাকা সে কি তোর সাজে।
নাকে খৎ দেনারে বর—
দু' হাতে কান দুটি ধর,
কথা তুই শুনেও শুনিস না যে।
বরকে দিলাম সাজা—
বাজারে শঙ্খ বাজা,
ধরে না খুসী মনের মাঝে॥

(৫)

হে মাধব সুন্দর এসো নব অভিসারে,
বিরস রাধার তনু তোমারি বিরহ ভারে।
অধরে তোমার প্রভু—
আজ কেন বাঁশি নাই,
রাধার অধরে যেন আজ তাই হাসি নাই।

শ্যাম সোহাগিনী
চির অনুরাগিনী—
ভাসে রাধা আঁখিধারে।
বিরহ ভুজগ বিষে নীল তার তনু মন,
কাঁদিয়া তোমায় প্রভু ডাকে রাধা অনুখন
তব পরশনে জুড়াও সকল জ্বালা,
কাঁদায়োনা আর প্রভু তারে—॥

---

(৬)

আমার গোপন কথাটি
বালুকা বেলার কানে,
ঢেউগুলি যেন কয়ে যায়
কয়ে যায় গানে গানে ॥
মরমে জড়িত মরমের অনুরাগে,
ভীরু শপথের গুঞ্জন যেন জাগে—
মোর অপলক আঁখি শুধু মেলে রাখি
তোমার মুখের পানে।
মন্দ মধুর পবনে ছন্দ ভরা,
দূর দিগন্ত মধু চন্দ্রিমা ঝরা।
স্বপন পিয়াসী কথা-হারা এই রাতে,
হাতের পরশ রাখো মোর দুটি হাতে—
(হে) অন্তর মম ওগো নিরুপম
তোমারেই শুধু জানে—॥

---

(৭)

মোর অন্তর আজ কেঁদে বলে—
তুমি নাই, তুমি নাই।
হাসি ভুলে ভাসি আঁখি জলে—
তুমি নাই তুমি নাই ॥
চাঁদে আর নেই সেই আলো,
কিছু তো লাগে না হায় ভালো—
(আছে) স্মৃতির সুরভি ফুল দলে।
বুঝেছি এবার নিরাশার বালুচরে
বেঁধেছিনু ঘর।
প্রিয় তাই হয়ে গেছে পর।
ভেঙ্গে গেছে ঘর।
মালা মোর হায় কারে বাঁধে,
আজি মিলন বিরহ হয়ে কাঁদে
মোর প্রেম কি ভোলালো শুধু ছলে ॥

(৮)

ভক্তের ডাকে সাড়া দাও ভগবান,
কাতর মিনতি শুনে গলে পাষাণ।
(তবু) গলে না যে তোমারি পরাণ।
অর্ঘ এনেছি ষোড়শ উপচারে,
তবু কেন আছ অনাহারে।
অভিমান ভুলে যাও দাও প্রভু সাড়া দাও,
রাখো তুমি কথা রাখো করুণা নিধান।
জীবন মরুতে প্রভু অশ্রুতে ফোটে ফুল,
তোমারে ডাকি যে এত, বলো প্রভু
সে কি ভুল ?
অন্ধ নয়নে নেমেছে অমানিশা,
তারি মাঝে তুমি মোর দিশা—
তব প্রেমে চিরদিন কর মোরে অমলিন,
হে মধুর কর মোরে কর গো মহান।

(৯)

চারু চূড়া খুল পীতবাস ছাড়ি
ধূলিতে বাঁশরি ফেলে,
হে নীল মাধব বসগো কোথায় গেলে।
ফিরে এস প্রভু অন্তর ব্রজে
এস হে মাধব হরি,
দারু ব্রহ্মের সুচারু মুরতি ধরি'—
হৃদয় গোকুল হবে পুলকিত
তুমি প্রভু ফিরে এলে।
ধারা বিগলিত দুটি নয়নের
জলধি সলিলে ভেসে,
দেখা দাও প্রভু ফিরে এস তুমি
দারুব্রহ্মের বেশে।
শঙ্খ চক্র গদাপদ্ম অঙ্কিত দেহখানি
মোরা দেউলে রাখিব আনি,
দশদিশি প্রভু করগো উজল
বিভূতি প্রদীপ জেলে ॥

আগামী আকর্ষণ.....

শিল্পীচক্র

পরিচালিত

মীরা মুখোপাধ্যায়
অজিত মুখোপাধ্যায়
১৮/বি, অবিনাশ চন্দ্র ব্যানার্জী লেন,
কলিকাতা-৭০০০১০

এইচ, পি, প্রোডাকসন্সের আগামী নিবেদন

মহাতীর্থ

সম্পাদনা · অর্দ্ধেন্দু চ্যাটার্জী

উ দ য় ন রি লি জ

দি প্রিন্ট ইণ্ডিয়া, ৩।১, মোহন বাগান লেন, কলিকাতা-৪

মূল্য ৵০ আনা